# উৎসব আর আনন্দ...

শর্মিলা চন্দ্র

জগদ্ধাত্রী পুজোও শেষ। শহরটা হঠাৎ অন্ধকারে ডুবে গেছে। না, আলো কমে যায়নি। আসলে উৎসবের দিনগুলোতে আলোর বন্যায় ভেসে যাওয়া শহরটা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসাটা সহজে মেনে নিতে পারছে না। যে পাড়াটা সারাবছর রাস্তার আলোয় আলোকিত, সেই রাস্তায় শেষ একমাসে বিভিন্ন সময়ে নজর কেড়েছে ঝলমলে আলোক সজ্জা। ফলে সেই রঙিন আলোয় ধাঁধানো চোখ ফের রাস্তার বাতিস্তম্ভের মামুলি আলোয় ফিরতে একটু সময় তো নেবেই।

শহরে আবার এখন অঘ্রাণের হিমেল পরশে বেশ একটা শীত শীত ভাব এসেছে। শীতের আগমনী বার্তা নিয়ে শুকনো পাতা ঝরছে। উত্তরের জানালা খুললেই হুড়মুড়িয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে হিমেল হাওয়া। চামড়ায় বেশ একটা টান। খড়ি ফোটা চামড়া বলছে এবার গ্লিসারিন সাবান চাই। চাই পেট্রোলিয়াম জেল অথবা কোল্ড ক্রিম। বাজারে গেলে শীতের ফসলের পশরা। নতুন ফুলকপি, গাজর, বিনস, সিম, মুলো, কড়াইশুঁটি, পালং শাক। ভোরের দিকে রাস্তায় বের হলে একটা চাদর না জড়ালে ঠান্ডায় একটা অস্বস্তি হচ্ছে। এমনকি বেলাতেও ঠান্ডা জলে চান করতে গেলে শরীরটা প্রথমদিকে শিরশির করে উঠছে। সব মিলিয়ে শহরে শীত এল বলে।

শারদ উৎসবের শেষ। এবার শীতের উৎসব। আর তার দিকেই চেয়ে শহরবাসী। এবার পুজো দেরিতে হওয়ায় ইতিমধ্যেই নভেম্বরের শেষ। হাতে আর একমাসেরও কম দিন। তারপরই বড়দিনের আনন্দে মেতে উঠবে শহরবাসী। সপ্তাহব্যাপী সেই উৎসবে দাঁড়ি পড়বে পয়লা জানুয়ারি পেরিয়ে। ফলে এখন থেকেই কাজের ফাঁকে বছর শেষের ছুটির আনন্দ উপভোগের উপায় খুঁজতে ব্যস্ত সব বয়সের মানুষ। কেউ ভাবছেন দূরে কোথাও বেরিয়ে আসার কথা, তো কেউ ভাবছেন কলকাতার মধ্যেই যাদুঘর, চিড়িয়াখানা আর রেস্তোরাঁর জিভে জল আনা খাবারে ছুটির আমেজটা উপভোগ করতে। আর শহরের নেক্সট জেন? বন্ধুবান্ধব নিয়ে হৈচৈ করে সাতটা দিনই কিভাবে কাটানো যায় তার প্লান এখন থেকেই তৈরি করছে তারা। আর যত প্রোগ্রাম হচ্ছে। তার অধিকাংশই বাতিল হচ্ছে। ফের নতুন করে প্ল্যান বানানোর পালা। মানে কোনও কিছুই মনঃ পুত হচ্ছে না। সবেতেই মনে হচ্ছে, এতে কি পুরো মজাটা উপভোগ করা যায়!

কেকের কোম্পানিগুলোর এখন হাঁফ ছাড়ার সময় নেই। জোর কদমে চলছে কেক বানানোর প্রস্তুতি। এই তো কয়েকদিন আগে এক কেকের কোম্পানি প্রচারের জন্য কিনা করল! একটা পাঁচতারা হোটেলে সিনেমা থেকে ক্রিকেট, সব জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নিয়ে এসে কেকের মশলা মাখাল তাদের দিয়ে। আর সেই ছবি ক্যামেরা বন্দি করল শহরের তামাম মিডিয়া।

বাজারে এবার ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে নতুন গুড়, জয়নগরের মোয়া। মিষ্টির দোকানগুলোয় ছানায় মাখা নতুন গুড়ের সন্দেশ বাঙালিকে আয়, আয় করে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাদের কত বাহার। সেই সঙ্গে হাজির খেজুরের গুড়। সঙ্গে রয়েছে কাঁচা সোনার মত নলেন গুড়ের হাঁড়ি। নবান্নের ঘ্রাণে গ্রাম বাংলায় আকাশ, বাতাস ম ম করছে। ক্লান্ত দুপুরে শহরের অলিতে গলিতে শোনা যাচ্ছে মোয়া বিক্রেতার হেঁড়ে গলার চেনা সুর, জয়নগরের মোয়া, জয়নগরের মোয়া! অনেক বাড়িতে তো আবার এখন থেকেই শুরু হয়েছে পিঠেপুলির তোড়জোড়। চালের গুঁড়ি, নারকেল, দুধ, নলেন গুড়। পুলি পিঠে থেকে সিদ্ধ পিঠে, পাটিসাপটা থেকে আস্কে পিঠে বা জিভে জল আনা গোকুল পিঠে। বাঙালির শুধু কামড় দেওয়ার অপেক্ষা। তারপর শুধু চোখ বুজে এক স্বর্গীয় আনন্দে ডুবে যাওয়া। আফটার অল, ভোজন রসিক বাঙালির জীবনে বাসনার সেরা বাসাই যখন রসনা!

আসলে শীত নিয়ে বাঙালিদের মধ্যে একটা ফ্যান্টাসি আছে। এমনিতেই এখানে শীত খুব অল্প দিনের। তার পরই পচা গরম। না কোথাও যাওয়ার উপায় আছে, না ঘরে থাকার। সে এক প্রাণান্তকর অবস্থা। তাই একটু নরম রোদ গায়ে মেখে কিছু অবসর কাটানোর জন্য শীতের জুড়ি মেলা ভার। কোথাও ঘুরতে যাওয়ার জন্যও শীত একনম্বর সময়। ফলে তার আগমনী বার্তা বঙ্গজীবনে একটা খুশির হিন্দোল বয়ে আনবে তাতে আর অবাক হওয়ার কি আছে!

এখন আবার অনেক স্কুলে পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষা শেষ হতে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। তারপর বছর শেষের ছুটি। তাই বাড়ির পড়ুয়া সদস্যদের নিয়েও এই সময়ে কোনও সমস্যা নেই। বাঙালি এই কটা দিনের সদ্ব্যবহার করতে যে উঠে পড়ে লেগেছে তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। ট্রেনের বুকিং দেখলেই বোঝা যায় বাঙালি কতটা দূরদর্শী। মাস চারেক আগে থেকেই ট্রেনের সব টিকিট বুক। মানে ডিসেম্বরের শেষে ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান সেপ্টেম্বরেই সেরে ফেলেছেন সকলে।